DR. BHUPENDRA NATH DUTTA SMRITI MAHAVIDYALAYA
(Affiliated to The University of Burdwan)
HATGOBINDAPUR, PURBA BARDHAMAN, 713407, WEST BENGAL
E-mail: bhupendranathdutta@yahoo.com
Website: www.dbndsm.edu.in

Ref. No._____ Date: 25-7-2024

Criteria 3- Research, Innovations and Extension

3.4: Extension Activities

3.4.1 Outcomes of Extension activities in the neighborhood community in terms of impact and sensitizing the students to social issues for their holistic development during the last five years

Additional Information

Department of Mass Communication and Journalism of this college have performed a community outreach programme in Deaf and dumb school, Dr Sailendra Nath Mukherjee Muk-Badhir Vidyalaya, Burdwan

Principal
DR. BNDS Mahavidyalaya
Hatgobindapur, Purba Bardhaman, 713407

Dr. Bhupendra Nath Dutta Smriti Mahavidlaya

Name – 1. Amitava Sain

2. Debarghya Dutta

3. Keya Bhattacharya

4. Rimpa Dey

Class – B.A. (Hons.) Semester – 6th Semester

Subject – Mass Communication & Journalism

Course Code – DSE-4

Paper – Community Outreach Programme

Topic – Deaf & Dumb Project

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
➢ কৃতজ্ঞতা স্বীকার	2
➢ ভূমিকা	3-4
➢ কমিউনিটির সংজ্ঞা	5
➢ কমিউনিটি আউটরিচের সংজ্ঞা	5
➢ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	6
➢ কমিউনিটি আউটরিচ বাছার কারণ	7
➢ পদ্ধতি	8
➢ সামাজিক দায়বদ্ধতার সংজ্ঞা	9
➢ অনুশীলনের সামাজিক দায়বদ্ধতা	10
➢ তথ্য সংগ্রহ	11-16
➢ তথ্য বিশ্লেষণ	17
➢ পর্যবেক্ষণ	18
➢ উপসংহার	19
➢ গ্রন্থবিবরণী	20
➢ পরিশিষ্ট	21-23

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের মহাবিদ্যালয় অর্থাৎ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়-এর অধ্যক্ষ ডঃ অমল কুমার ঘোষ এবং তার পাশাপাশি আমাদের এই প্রকল্পটি নির্মাণে বিশেষ সহায়তা করেছেন গণজ্ঞাপন এবং সাংবাদিকতা বিভাগের অন্তর্গত প্রকল্পটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা অমৃতা মুখার্জী। প্রকল্পটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকার সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধানেই এই প্রকল্পটি সুসম্পন্ন হয়েছে।

এছাড়াও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গণজ্ঞাপন এবং সাংবাদিকতা বিভাগের অন্যান্য অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের, যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার দ্বারা এই প্রকল্পটি রূপায়ন করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন।

এছাড়াও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই সেই বিদ্যালয়টিকে (ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী মূক-বধির বিদ্যালয়) এবং সেই বিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের, যাদের নিয়েই আমাদের এই প্রকল্পটি।

সবশেষে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়-এর পরিচালনমণ্ডলী এবং প্রশাসনবৃন্দদের।

ভূমিকা

বধির ও বোবা (এমনকি "বোবা", যখন বধির লোকদের জন্য প্রয়োগ করা হয় যারা কথা বলেন না) একটি প্রত্নতাত্ত্বিক শব্দ যা আপত্তিজনক বলে বিবেচিত হয়।

অনেক বধির লোক কথ্য ভাষা ব্যবহার করে না, সুতরাং তারা প্রযুক্তিগতভাবে "নিঃশব্দ" হয়। "বোবা" শব্দটির অন্তত একটি প্রত্নতাত্ত্বিক অর্থ রয়েছে যার অর্থ "নিঃশব্দ"। অবশ্যই "বোবা" শব্দে আরো একটি সাধারণ অর্থে রয়েছে যা বোকামির পরিচয় দেয়, এটি সম্ভবত বেশিরভাগ বধির লোকেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

বধিরতার দীর্ঘ ইতিহাস এবং বধির লোকেরা ভুল কথা বলেছে যে তারা কেবল কথা বলেছেন না বলে মানসিকভাবে ঘাটতি বলে ধরে নিয়েছেন, আপনি কল্পনাও করতে পারেন যে বেশিরভাগ বধির লোকেরা "বধির" এবং "বোকা" বলা প্রশংসা করেন না।

সমাজে প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের বর্তমান অবস্থা এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা এবং কিভাবে তাদেরকে বেশি হারে শিক্ষিত করা যায়, এবং তাদের প্রতি মানব সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তা মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য আমরা আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সাহায্য নিয়েছে। এই মুখ-বধির বিদ্যালয়টি শুরু হয়েছিল ১৯৮৩ সালে। সমাজসেবক তিন বন্ধু ছিলেন মাননীয় শ্রী প্রবীর গাঙ্গুলী, শ্রী স্বপন চ্যাটার্জী এবং শ্রী অধির রঞ্জন বিশ্বাস, এই তিনজন ব্যক্তিদের উদ্যোগে এই বিদ্যালয়টি প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। তিনি ভাবলেন এটি এমন একটি শারীরিক অবস্থা যেটি কোনো চিকিৎসা নেই। ইচ্ছা করে কোনভাবে সরানো যায় না, সেক্ষেত্রে তিনি চিন্তা করলেন এদের যদি চিকিৎসা করে কিছু না করতে পারি সেক্ষেত্রে এদের যদি চিকিৎসা করে কিছু না করতে পারি সেক্ষেত্রে এদের জন্য এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত করেন। তখন তিনি তার বন্ধুদের সাথে আলোচনা করলেন এবং ঠিক করে নিলেন এই প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের জন্য পুনর্বাসন করবেন মানসিক প্রতিবন্ধী, প্রবল প্রতিদ্বন্দী এবং অঙ্গ প্রতিবন্দীদের জন্য একটি পুনর্বাসন গঠন করবেন।

- শিক্ষামূলক কার্যক্রম :

শ্রবণ চ্যালেঞ্জসহ একটি শিশু যখন প্রথম স্কুলে আসে, তখন বক্তৃতার সমস্যা হবে। সুতরাং এই পর্যায়ে আমরা সন্তানের জন্য ভাষা এবং বক্তৃতার ওপর আরও জোর দিয়েছি।

- শব্দভাণ্ডার প্রশিক্ষণ :

সন্তানের একটি স্বর দেওয়া হয়, শব্দ, উচ্চারণ ডাউন, স্থির, ভুমিকা, সহজ বাক্য ও ওঠানামার জোর।

- **শ্রবণ প্রশিক্ষণ :**

ভাষা শেখায় প্রধান প্রয়োজন শোনা। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রবণ শক্তি দুর্বল একটি শিশুকে শ্রবণ সহায়ক ব্যবহার করতে শেখানো হয়।

- **ঠোঁট আন্দোলন :**

ঠোঁট চলাচলে বক্তৃতা বুঝতে সহায়তা করে। শিশুকে সুসমাচার, সংলাপ, বক্তৃতা ও ভাষার বিকাশের গল্প শেখানো হয়।

- **সংবাদ :**

একটি সংবাদপত্রের ভিত্তিতে একটি বাক্যে মুখের শব্দ বিকাশ করা।

- **কথোপকথন :**

বাচ্চারা সংলাপের মাধ্যমে বাক্য তৈরি করে নতুন শব্দ বলে, ব্যাকরণগত অনুশীলন করে।

- **প্রবন্ধ :**

প্রাণী এবং বর্তমান বিষয় নিয়ে লেখার অনুশীলন।

- **এমব্রয়ডারি :**

এমব্রয়ডারি বাচ্চাদের সাথে হ্যান্ড সেলাই, বোতাম শেখানোর জন্য কাজ করে; চেয়ারের কভার, রুমালগুলিতে সজ্জিত।

- **সেলাই :**

সেলাই উপকরণগুলি প্রবর্তন এবং ব্যবহারের নির্দেশাবলি এবং পোশাক, টুপি এবং ফ্রক ইত্যাদি।

- **হাতের কাজ :**

খেলার সামগ্রীগুলি তৈরি করতে এবং আলংকারিক জিনিস তৈরি করতে বিভিন্ন রঙিন কাগজ থেকে রঙিন ফুল শেখান।

- **খেলাধূলা :**

বিভিন্ন ইনডোর এবং আউটডোর খেলার মাধ্যমে বাচ্চাদের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি উন্নত করা।

সাম্প্রদায়িক প্রচারের মাধ্যমে আমরা সমাজের প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা এবং তাদের প্রতি সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও কিভাবে তাদেরকে ভবিষ্যতে স্বনির্ভর করা যায় সেটি সকলের সামনে তুলে ধরতে চাইছি।

কমিউনিটির সংজ্ঞা

একটি সম্প্রদায়, একটি সামাজিক ইউনিট, জীবনযাপনের একটি দল যেমন সাধারণতা, ধর্ম, মূল্যবোধ, রীতিনীতি বা পরিচয়ের মতো সাধারণ সম্প্রদায়গুলির কোনো প্রদত্ত ভৌগোলিক অঞ্চল। যেমন একটি দেশ গ্রাম, শহর বা পাড়া। সম্পর্ক যা তাৎক্ষণিক বংশগত সম্পর্কের বাইরেও প্রসারিত তা সম্প্রদায়ের অনুভুতিও সংজ্ঞায়িত করে। তাদের পরিচয়, অনুশীলন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা যেমন পরিবার, বাড়ির কাজ, সরকার, মানবতা বা সমাজ হিসাবে বৃহত্তর, একেই কমিউনিটি বলে।

কমিউনিটি আউটরিচের সংজ্ঞা

সম্প্রদায়ের প্রচারের মধ্যে নিখরচায় এবং প্রকাশ্যে সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের জন্য শিক্ষা, সামাজিক পরিকল্পনা এবং ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত। সম্প্রদায় প্রচার নাগরিকদের তাদের শহরের সাথে এমনভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয় যাতে তারা নিজের এবং তাদের আশেপাশের অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে যে উপায়গুলি তারা বেছে নিতে এবং তাদে উপর কাজ করার সুযোগ হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমাদের গবেষণামূলক বিষয়টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত:

১। অন্ধ, মূক ও বধিরদের শিক্ষার প্রশিক্ষণ প্রদান তাদের পুনর্বাসনের জন্য মানসিকভাবে পশ্চাদপসরণ করা।

২। অন্ধ, মূক ও বধির শিশুদের সরকার প্রদত্ত সুবিধাগুলি সরবরাহ করা।

৩। অন্ধদের জন্য ব্রেইল প্রেস, গ্রন্থাগার এবং ক্যাসেট লাইব্রেরী আপগ্রেড করতে হবে।

৪। যাদের চোখের চিকিৎসার প্রয়োজন তাদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা করা এবং সেই ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি করা।

৫। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমস্যা এবং এর সমাধানের সম্পর্কে সেমিনার এবং কর্মশালার ব্যবস্থা করা।

৬। অন্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে বিশেষ জরিপ পরিচালনা এবং সরকার ও সমাজের সহায়তায় তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করা।

৭। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের স্ব-কর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা।

৮। অন্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিকাশ ও বিকাশের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এমন সমস্ত কাজ সম্পাদন করা।

কমিউনিটি আউটরিচ বাছার কারণ

আমরা ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী মূক-বধির বিদ্যালয়ের এই প্রকল্পটি করেছি কারণ আমরা সমাজের মানুষের কাছে তাদের মানসিক এবং সামাজির গুরুত্ব তুলে ধরতে চাইছি। এরাও সমাজের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতোই সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং আমাদের সবারই উচিত তাদের সেই সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় ফলে তারাও সমাজের অন্যান্য মানুষের মত স্বাভাবিক ও সাবলীলভাবে জীবন কাটাতে পারে এবং জীবনে শিক্ষা অর্জন করে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং যার ফলে সমাজের অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের মত নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাই আমরা এই পরিকল্পনা করেছি।

পদ্ধতি

আমাদের উক্ত প্রকল্পের দ্বারা মূক ও প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের আপাত যেসব দৈনন্দিন সমস্যার সম্মুখীন তারা হয় তার ওপর এক সার্বিক মূল্যায়ণের প্রচেষ্টা করেছি। আমাদের প্রকল্পের দ্বারা এক টুকরো সমাজকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সমাজের মনোভাব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই পর্যায়ে আলোচনার স্বার্থে যে তথ্য সংগ্রহ করেছি তা মুখ্য বা প্রাথমিক তথ্য উৎস এবং গৌণ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত তথ্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমাদের মুখ্য তথ্য উৎস বা প্রথম তথ্য হিসেবে ডাঃ শৈলেন মুখার্জী বিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা স্তুতি দেবী আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। তিনি হলেন আমাদের প্রকল্পে প্রধান সূত্রধর। স্তুতি দেবী আমাদের সামনে তার পিতৃদেবের বিদ্যালয় যাবতীয় তথ্য আমাদের সামনে উপস্থাপনা করেছেন যা আমাদের মূল নির্যাস হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়াও উইকিপিডিয়া ইউটিউব এর বিসর্গ ডকুমেন্ট্রি প্রভৃতির দ্বারা আমরা প্রকল্পটি তুলে ধরেছি। এই একাধিক তথ্যের সমাহার আমাদের গবেষণাপত্রের পদ্ধতির মূল বিষয়বস্তু।

সামাজিক দায়বদ্ধতার সংজ্ঞা

সামাজিক দায়বদ্ধতার অর্থ ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির সামগ্রিকভাবে তাদের পরিবেশ এবং সমাজে সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করার কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতা, যেমন এটি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) হিসাবে পরিচিত এবং সামাজিক রীতিনীতি স্থানান্তরিত করার কারণে ব্যবসার মধ্যে আরও বেশি মনোনিবেশের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

এই তত্ত্বের মূল বিষয় হল নীতিমালা কার্যকর করা যায় লাভের জন্য প্রচেষ্টা এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে উপকৃত করার দ্বৈত আদেশের মধ্যে নৈতিক ভারসাম্যকে উৎসাহ দেয়। এই নীতিগুলি কমিশনের একটি হতে পারে (জনহিতকর অর্থ, সময় বা সংস্থান দান) বা বাদ দেওয়া (যেমনঃ গ্রীন হাউস গ্যাসগুলি হ্রাস করা বা দূষণ সীমাবদ্ধ করার জন্য ইপিএ বিধিমালা মেনে চলার মত সবুজ উদ্যোগ)।

সামাজিক দায়বদ্ধতার অর্থ হল ব্যবসার জন্য শেয়ার হোল্ডারের মূল্য সর্বাধিক কত করা ছাড়াও এমন উপায় কাজ করতে হবে যা সমাজকে উপকৃত করে। সামাজিক দায়বদ্ধতা বিনিয়োগকারী এবং ভোক্তাদের কাছে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যারা বিনিয়োগের সন্ধান করেন যা কেবল লাভজনক নয় বরং এটি সমাজ ও পরিবেশের কল্যাণে অবদান রাখে। তবে সমালোচকদের যুক্তি রয়েছে যে ব্যবসায়ের মূল প্রকৃতি সমাজকে একটি অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে না।

সামাজিক দায়বদ্ধতার অর্থ হল ব্যবসায় শেয়ার হোল্ডারের মূল্য সর্বাধিক করার পাশাপাশি এমন উপায়ে কাজ করা উচিত যা সমাজকে উপকৃত করে।

সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ সংস্থাগুলির উচিত এমন নীতি গ্রহণ করা যা তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করার সময় সমাজ ও পরিবেশের স্বচ্ছলতা প্রচার করে।

গ্রাহকরা আরও সক্রিয়ভাবে সামাজিক দায়বদ্ধ সংস্থাগুলির কাছ থেকে পণ্য ও পরিষেবাদি কেনার সন্ধান করেছেন, ফলে তাদের লাভজনকতাকে প্রভাবিত করছে।

সমালোচকরা দাবি করেন যে সামাজিক দায়বদ্ধ হওয়া কেন ব্যবসায়ের অস্তিত্বের বিপরীত।

অনুশীলনের সামাজিক দায়বদ্ধতা

আন্তর্জাতিক সংস্থা (আইএসও) জোর দিয়ে বলেছে যে অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতাও অনুসরণ এবং সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলিকে মেনে চলার মধ্যে একটি ব্যবসায় দক্ষতার সাথে কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সামাজিক দায়বদ্ধতার শিল্প এবং সংস্থাগুলির মধ্যে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করে। স্টারবাকস কর্পোরেশন এবং বেন এন্ড জেরির হোমমেড হোল্ডিংস ইনকর্পোরেটেডগুলি তাদের কার্যক্রমের মূল অংশটিতে সামাজিক দায়বদ্ধতার মিশ্রণ ঘটেছে।

উভয় সংস্থাই তাদের পণ্যগুলি তৈরি করতে ফেয়ার ট্রেড সার্টিফাইড উপাদান ক্রয় করে এবং সক্রিয়ভাবে যে অঞ্চলে তার উপাদানগুলি উৎস করে সেখানে টেকসই কৃষিকে সহায়তা করে। বিগ-বক্স খুচরা বিক্রেতা টার্গেট কর্পোরেশন, একটি সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচীর জন্য সুপরিচিত, সম্প্রদায়গত শিক্ষা অনুদানসহ পরিচালনা করে এমন সম্প্রদায়গুলিকে অর্থ অনুদান প্রদান করেছে।

কোনো সংস্থা সামাজিক দায়বদ্ধতার মূল উপায়গুলির মধ্যে দানশীলতা, স্বেচ্ছাসেবীর প্রচার এবং পরিবেশগত পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত। কর্মচারীদের জন্য নৈতিক অনুশীলনের সামাজিক দায়বদ্ধতাও রয়েছে, যার অর্থ ন্যায্য মজুরি প্রদান করা হতে পারে, যখন সীমিত কর্মচারী সুরক্ষা আইন থাকে তখন দেখা দেয়।

তথ্য সংগ্রহ

পেশা

40 responses

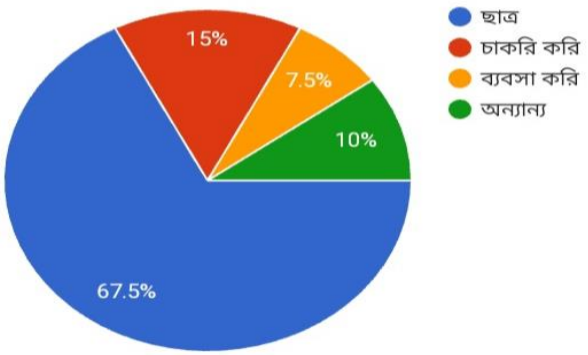

2. আপনার কোন মূক ও বধির ব্যক্তির সাথে পরিচয় আছে

40 responses

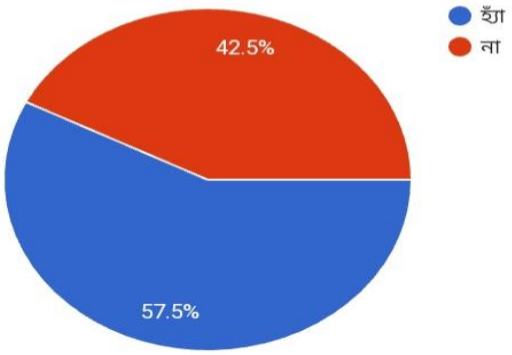

2.আপনার মতে তারা কি সমাজে মূলস্রোতে চলার মতো ক্ষমতা রাখে

39 responses

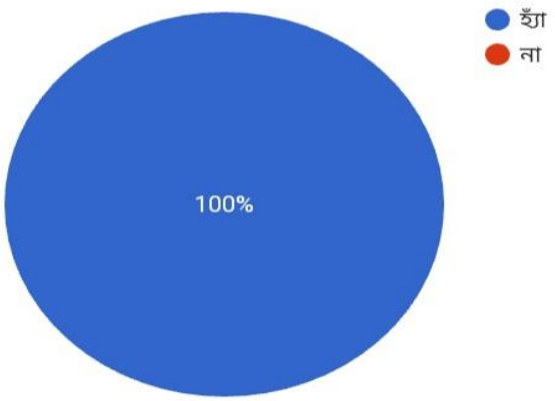

3.তাদের কি শুধুমাত্র অর্থসাহায্য দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব

40 responses

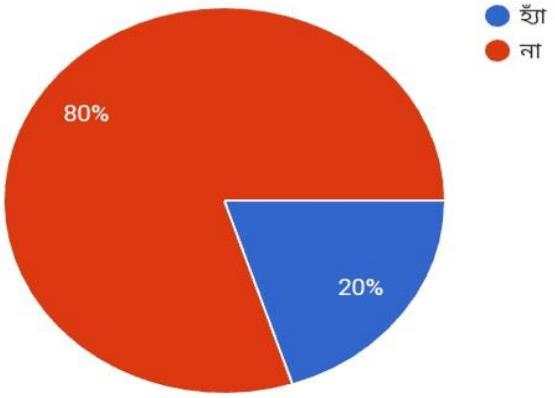

4.মূক ও বধির ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সাধারণ সরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে পড়ানো উচিত ?

40 responses

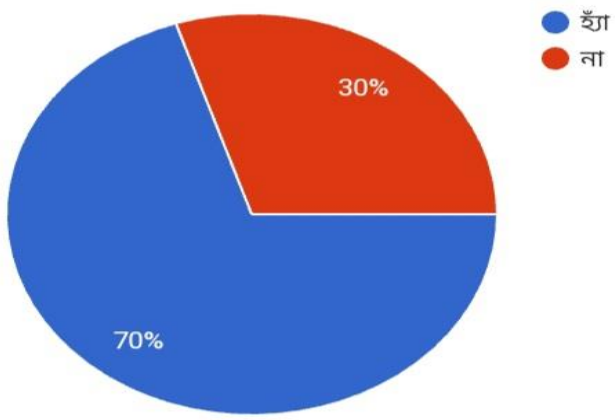

5. একইসাথে শিক্ষা গ্রহণের ফলে কি সমাজের বিভিন্ন স্তরের তাদের প্রতি সহনশীলতা দেখা যাবে ?

39 responses

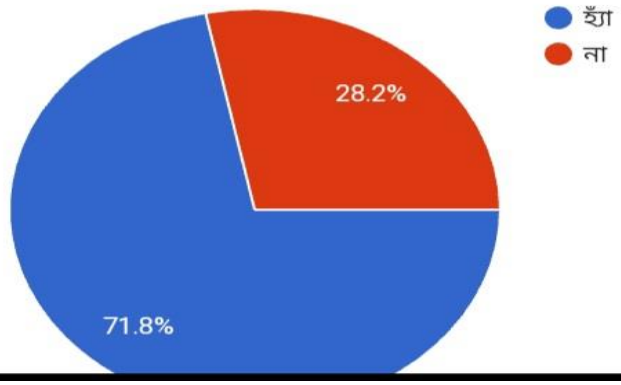

6.আপনার মতে তাদের প্রতি সমাজের মনোভাব কি এখনো বিরূপ না কিছুটা হলেও সদর্থক হয়েছে ?

40 responses

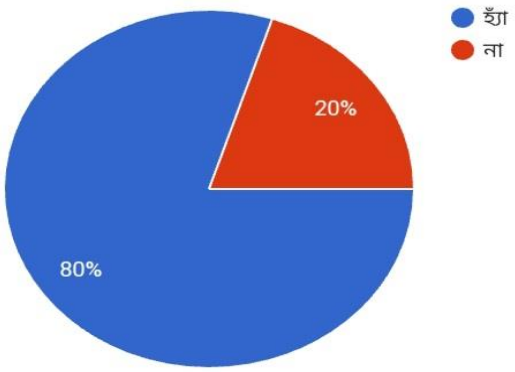

7. আপনার মতে কি বলে মুখ ও বধির সমস্যাটি কি জিনগত

40 responses

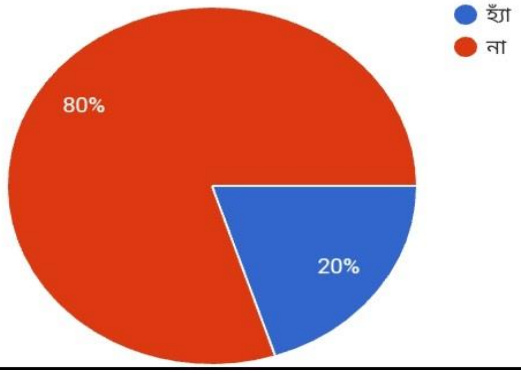

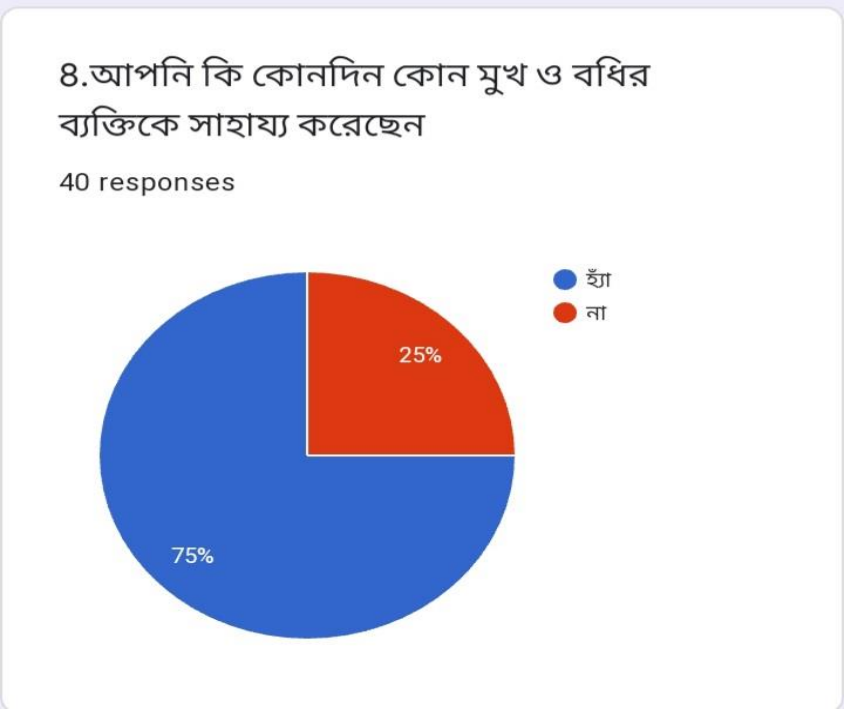
৪.আপনি কি কোনদিন কোন মুখ ও বধির ব্যক্তিকে সাহায্য করেছেন
40 responses
হ্যাঁ
না
25%
75%

তথ্য বিশ্লেষণ

৪০ জনের মধ্যে আমাদের প্রকল্পের মূল বিষয়বস্তু "মূক ও বধির" ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক অবস্থান নিয়েছে সার্ভে করা হল সেখানে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মানুষ তাদের শিক্ষা স্কুল নিয়ে সাধারন ছাত্রছাত্রীদের সাথে পঠন-পাঠনের বেশি আগ্রহী। অন্যদিকে কিছু মানুষ ই আছেন যারা তাদের অর্থ দিয়ে স্বাবলম্বী করতে রাজি, প্রকৃতভাবে যে তারা সমাজে এখনও অনেকেই পিছিয়ে আছে এবিষয়ে অভিমত সবার সমান। এবং অনেকেই জানেন যে এই সমস্যাটি জিনগত এই তথ্য বিশ্লেষণ থেকে সামাজিক দিক থেকে আমরা নানা মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছি।

পর্যবেক্ষণ

আমাদের এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজের অভ্যন্তরে থাকা মূক ও বধির ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আরো বেশি করে জানা ও সমাজকে সচেতন করা, সমাজে তাদের ওপর বিরূপ কোন ভাবের দূরীকরণ।

আমরা অনুধাবন করেছি কিভাবে শুধু অর্থসাহায্য তাদের উপকারের একমাত্র পথ নয়, তেমনি সাধারণ সরকারি স্কুলও তাদের প্রতিযোগিতার সঠিক জায়গা নয়। একইভাবে এটাও ঠিক যে এরা সঠিক শিক্ষা পরিকাঠামো সুযোগ পেলে সবার মতন সমাজের মূল স্রোতে তারা অবস্থান করতে পারে। আমাদের সার্বিক মূল্যায়নে এটাই প্রমাণিত হয় যে এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক পরিষেবা ও পরিচর্যা উভয়ই প্রাপ্য। সে ক্ষেত্রে যতটা সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ততটাই প্রয়োজন তাদের বাবা-মায়ে সে ক্ষেত্রে যতটা সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন ততটাই প্রয়োজন তাদের বাবা-মায়ের এই সন্তানদের প্রতি সদর্থক মনোভাব।

উপসংহার

জ্ঞাপন এর ছাত্রছাত্রী হওয়ার দরুন আমাদের প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজের এক স্তরের সাথে অপর স্তর কিংবা একশ্রেণীর সাথে অন্য শ্রেণির যে যোগাযোগ ব্যবধান তার দূরীকরণ। বিভিন্ন পর্যায়ের সাক্ষাৎকার, তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি দ্বারা আমরা আমাদের এই প্রকল্পটি করেছি। আমাদের মূল বিষয়বস্তু ছিল মূক ও বধির বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্তুতি দেবী, যিনি আমাদের এই প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাদের প্রকল্পটিতে সহায়তা করেছেন।

মূক ও বধির ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি স্কুলের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষা ও সাধারণ জীবনযাপন নানা বাধা উঠে আসে আমরা সেই বিষয়ে অবগত হয়েছি এবং একাধিক উদাহরণস্বরূপ পায় যে যেখানে এই সব ছেলেমেয়েরা উচিত পর্যবেক্ষণ ও পরিকাঠামো তারা সমাজের বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট হয়ে আছে। সেক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের সাথে সন্তানের পিতা-মাতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রকল্পে আমাদের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল সামাজিকভাবে সার্ভের দ্বারা সামাজিক দিক থেকে তাদের প্রতি বিরূপ কোনভাবে দূরীকরণ এবং তাদের প্রতি সকল স্তরের মানুষের এক সদর্থক মনোভাব তৈরি করা। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে প্রবল সম্ভাবনা আছে এর প্রকৃত রূপ অনুধাবন করে আমরা এই প্রকল্পের এই টুকুই আশা করি তাদের জীবনকে আরেকটু বেশি সচ্ছল করে তুলবে ও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানতে পারে ও তাদেরকে সমাজের এক অবিচ্ছিন্ন মানুষ হিসেবে মেনে নিয়ে।

অতএব এর থেকে আমরা এই বিষয়ে এক সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসলে প্রতিবন্ধকতা নয়। সকল দুর্বলতা কি জয় করা যায় এবং আরো আমাদের উপলব্ধিতে এসেছে যে একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি তিন ভাবে সম্ভব। যথা- প্রথম শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা। একই সাথে দরকার সামাজিক সচেতনতা ও সরকারি হস্তক্ষেপ। এই ধরুন বিভিন্ন পর্যায়, যেমন- গবেষণা, শিক্ষা এবং বিবর্তনের ধারার মাধ্যমে একটি গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নতি সম্ভব।

গ্রন্থবিবরণী

১। https://en.wikipedia.org/wiki/Deaf-mute

২। https://www.nad.org/resources/american-sign-language/community-and-culture-frequently-asked-questions/

৩। https://signlanguageco.com/deaf-mute-deaf-and-dumb-hard-of-hearing-hearing-impaired-disabled-handicapped-hearing-loss-deaf/

৪। https://www.goodreads.com/book/show/13645265-deaf-dumb-blind-stupid

পরিশিষ্ট

DR. SAILENDRA NATH MUKHERJEE
MUKA BADHIR VIDYALAYA
CHANDNI MORE, BURDWAN

DR. SAILENDRA NATH MUKHERJEE
MUKA BADHIR VIDYALAYA
CHANDNI MORE, BURDWAN

জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর
জেলা জনশিক্ষা প্রসার দপ্তর

Certificate of Appreciation

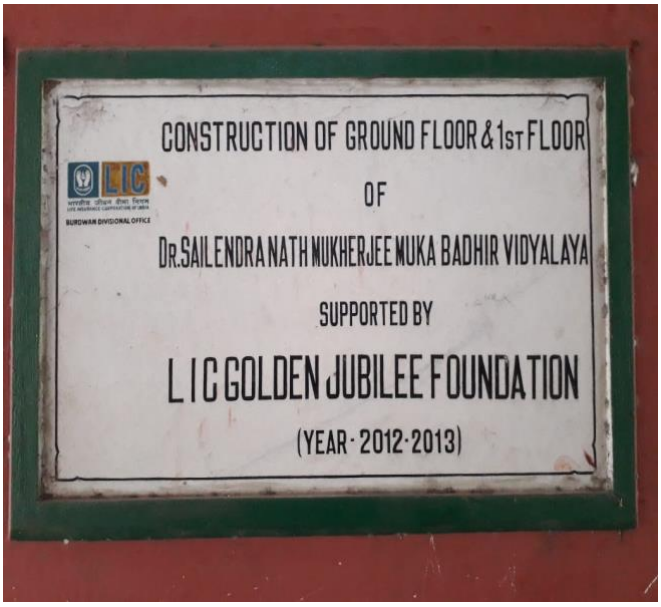
CONSTRUCTION OF GROUND FLOOR & 1ST FLOOR
OF
DR.SAILENDRA NATH MUKHERJEE MUKA BADHIR VIDYALAYA
SUPPORTED BY
L I C GOLDEN JUBILEE FOUNDATION
(YEAR - 2012-2013)

ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী মূক-বধির বিদ্যালয়
মধ্যাহ্ন কালীন ভোজন প্রকল্পের
অধীনে এই গৃহ নির্মিত হইল।
বর্ষ - ২০১৮-১৯
Mid Day Meal Scheme

ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী মূক-বধির বিদ্যালয়
খাদ্য তালিকা
দুপুর
রাত্রি
সোমবার - ভাত, ডাল, সবজী
ভাত, ডাল,
মঙ্গলবার - ভাত, ডাল, সবজী
ভাত, ডাল, সোয়াবিন
বুধবার - ভাত, ডাল,
ভাত, ডাল, সবজী
বৃহস্পতিবার - ভাত, ডাল, পোস্ত
ভাত, ডাল, সবজী
শুক্রবার - ভাত, ডাল,
ভাত, ডাল, সবজী
শনিবার - ভাত, ডাল, সোয়াবিন
ভাত, ডাল, সবজী
রবিবার - ভাত, ডাল, মাংস
ভাত, ডাল, সোয়াবিন

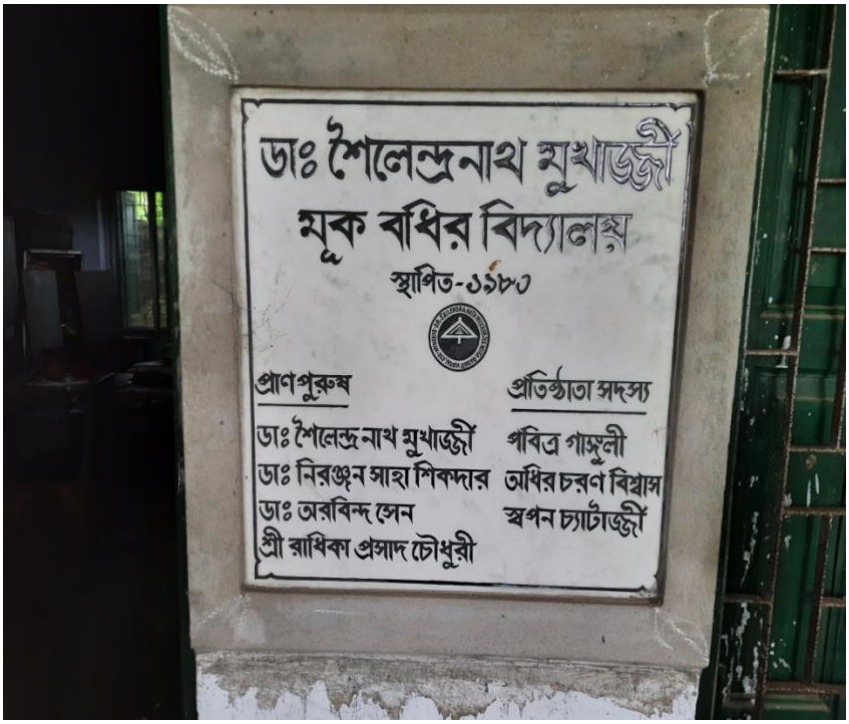
ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী
মূক বধির বিদ্যালয়
স্থাপিত-১৯৮৩
প্রাণপুরুষ
ডাঃ শৈলেন্দ্র নাথ মুখার্জী
ডাঃ নিরঞ্জন সাহা শিক্ষদার
ডাঃ অরবিন্দ সেন
শ্রী রাধিকা প্রসাদ চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
পবিত্র গাঙ্গুলী
অধির চরণ বিশ্বাস
স্বপন চ্যাটার্জী

1st